যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কথা

সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ২০১৮, দলিত

দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোরী ও নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক পত্রিকা

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রকল্প

(Enhancing Awareness on Sexual and Reproductive Health & Rights (EASRHR) Project, Dalit)

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (EASRHR) দলিত এর একটি প্রকল্প। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে এমপ্লিফাই চেঞ্জ এর আর্থিক সহযোগীতায় দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য দুই বছর মেয়াদে জুলাই ২০১৬ইং থেকে জুন ২০১৮ইং পর্যন্ত ১ম পর্যায়ে কাজ করেছে। ইউনিয়ন গুলো হলো ঃ আটলিয়া, ভান্ডারপাড়া, ধামালিয়া, গুটুদিয়া, খর্ণিয়া, মাগুরখালি, মাগুরাঘোনা, রঘুনাথপুর, রংপুর, রুদাঘরা, সাহস, শরাফপুর, শোভনা এবং ডুমুরিয়া সদর। ২য় পর্যায়ে জুলাই ২০১৮ইং থেকে আবারো ২ বছর মেয়াদে জুন ২০২০ইং পর্যন্ত প্রকল্পটি খুলনা জেলার দুটি উপজেলায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। একটি পুরাতন কর্মএলাকা ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে এবং নতুন কর্মএলাকা ফুলতলা উপজেলার দামোদোর, ফুলতলা, জামিরা, আটরা এই ৪টি ইউনিয়নে।

সাধারণ জনগণের ন্যায় সমানভাবে দলিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও যেন প্রজনন কালীন (১৪-৪৯) সময়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহন করতে পারে-এটাই EASRHR প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

স্বাস্থ্যসেবাকে প্রান্তিক জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছেন। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পটি কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রমকে গতিশীল করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগনকে বিশেষ করে দলিত ও প্রান্তিক নারী ও কিশোরীদের সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকমূখী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যেন তারা তাদের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দলিত ৩টি কৌশল গ্রহণ করেছে :

জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরী করা: পর্যবেক্ষক দলের (Watch Group) সহায়তায় সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে যেতে অনাগ্রহী জনগণের কমিউনিটি ক্লিনিকে না যাওয়ার কারণ, উপকরণ বন্টন, কাউন্সেলিং এর সুযোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদন (সিআরসি কার্ড/CRC) তৈরী করা।

কার্যক্রম গ্রহণ করা: কিশোরী ও যুব নারীদের সমন্বয়ে WG তৈরী করা এবং তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সমস্যা চিহ্নিত করা। এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরী, প্রচার এবং তাদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করা।

এডভোকেসী করা: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য WG এলাকাবাসীকে স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তাদের সাথে যেমন কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন ও উপজেলা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ইত্যাদির সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা।

সম্পাদকীয় :

দলিত সংস্থাটি ১৯৯৮ ইং সাল থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সমাজের অবহেলিত দলিত তথা; ঋষি, কায়পুত্র, বেহারা, বাঁজাদার, হাজাম, জেলে, নিকারী, শিকারী, পাটনী, ডোম, মেথর, দাই প্রভৃতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, শিশু বিকাশ ও কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, সুপেয় পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুকি নিরসন ও জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশাসন, মানব পাচার প্রতিরোধ, উদ্বাস্তু ও রোহিঙ্গা শরনার্থীদের সেবা প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ১৭টি উপজেলার ৭১টি ইউনিয়নের ৩৯৫টি গ্রামের প্রায় ৯১,৩৪৪ টি পরিবারের জন্য ১৫টি বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। "দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতা (EASRHR)" সংস্থার একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার প্রায় ৪০,০০০ পরিবারের নারী এবং কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে কাজ করে। কমিউনিটি ক্লিনিক মূলতঃ জনগণের সবচেয়ে কাছাকাছি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। জনগণ বিশেষ করে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের কমিউনিটি ক্লিনিকমূখী করা প্রকল্পের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এ ছাড়া যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহকেও নারী ও কিশোরী বান্ধব করতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেন স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পায়, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেন তারা এ বিষয়ে পরিবারে এবং সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর এ সকল উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কথা" পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো যেন দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের কণ্ঠস্বরকে বলিষ্ঠ করতে অবদান রাখে। এ পত্রিকাটি প্রকল্প মেয়াদের (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০) সময়ে ছয় মাস পর পর প্রকাশিত হবে যেখানে প্রকল্পের প্রধান কর্মকান্ডসমূহ প্রতিফলিত হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীসহ সকল স্টেকহোল্ডারগণের সুচিন্তিত মতামত ক্রমান্বয়ে এ পত্রিকাটির গুনগত মান বৃদ্ধি করবে বলে আশা করি। সকলের আন্তরিক সহযোগীতা কাম্য এবং ধন্যবাদ।

ওয়াচ গ্রুপ (WG) সমাচার :

ওয়াচ গ্রুপ গঠন ও উদ্দেশ্য

ওয়াচ গ্রুপ মূলতঃ সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ তৈরীর উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে যেখানে উভয় পক্ষের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ রয়েছেন। যেমন: সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্যকে সভা প্রধান করে প্রতিটি ইউনিয়নে ৯ সদস্য বিশিষ্ট WG গঠন করা হয়েছে যেখানে জমি দাতা, কিশোর ও কিশোরী, যুব নারী, বয়স্ক নারী ও সমাজসেবক প্রতিনিধিগণ এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সদস্য হিসাবে থাকবেন।

ওয়াচ গ্রুপ যেভাবে কাজ করে

WG সদস্যদেরকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এডভোকেসী ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেন এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান এবং এডভোকেসী করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রশিক্ষনের পর WG-র সদস্যদের দ্বারা (যেমন কিশোর- কিশোরী, যুব নারী, বয়স্ক নারী, পুরুষ সদস্য) এলাকায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। WG-র সদস্যদের সিআরসি (সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেখানে জনগনের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট সেবার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সিআরসি প্রতিবেদনটি নিয়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা ও প্রশাসনের সাথে মত বিনিময় করা হয়।

EASRHR প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে (জুলাই ২০১৬ইং - জুন ২০১৮ইং) যে বিষয় গুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

- সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের সময়সীমা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোর-কিশোরী ও নারীদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নারী ও কিশোরীদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোর-কিশোরী ও নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে পুরুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোর-কিশোরী ও নারীদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পারিবারিক বাজেটে ঋতুকালীন মাসিক পরিচর্যার জন্য স্যানিটারী ন্যাপকিনের খরচ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২য় পর্যায়ে (জুলাই ২০১৮ইং-জুন ২০২০ইং) একইভাবে WG ফুলতলা উপজেলার দামোদর, ফুলতলা, জামিরা, আটরা এই ৪টি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে (ডাউকোনা, নাউদাড়ী, উত্তরডিহি এবং দামোদর কারিকর পাড়া) কাজ করবে।

ওয়াচ গ্রুপের মাসিক সভা

ইতিমধ্যে ফুলতলার এই ক্লিনিক সমূহে ৪টি ওয়াচগ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে তিনটি করে মোট ১২টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সমূহে মূলত আলোচিত হয় ক. ওয়াচ গ্রুপের দায়িত্ব ও কর্তব্য, খ. কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সমূহ, গ. বয়:সন্ধিকালীন শারিরীক ও মানসিক পরিবর্তন এবং পরিচর্যা, ঘ. ঋতুকালীন পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

দলিত সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের নিজস্ব সেমিনার কক্ষে ডুমুরিয়া উপজেলার ওয়াচ গ্রুপের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং দলিত সংস্থার কর্মীদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। মূলতঃ কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যেন তৃণমূল পর্যায়ে সমস্যা ও চাহিদা চিহ্নিত করতে পারে এবং সেই অনুসারে সেবা প্রদানে সক্ষমতা তৈরী ও বৃদ্ধি পায়। নেটওয়ার্ক ফর রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (NRT) ঢাকা নামক সংস্থার মাধ্যমে এবং EASRHR প্রকল্পের আর্থিক সহযোগীতায় অক্টোবর ২০১৮ইং তারিখে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। মোট অংশগ্রহণকারী ৩০ জন যেখানে ২০ জন ছিল ওয়াচ গ্রুপের নির্বাচিত সদস্যগণ যেমন কিশোর-কিশোরী, যুব নারী ও সভাপতি।

আমরা অবগত হয়েছি যে এই প্রকল্পের ওয়াচগ্রুপের সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার এডভোকেসী কার্যক্রমকে ইতিমধ্যে (জুন ২০১৮) অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে নিয়েছেন। এরই ফলাফল প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম। এই নির্বাচিত ওয়াচগ্রুপের সদস্যগণ যেন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার এডভোকেসী কার্যক্রমের আদর্শ হতে পারে, তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসী করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ডুমুরিয়া উপজেলার ওয়াচ গ্রুপের প্রতিনিধিদেরকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যারা পূর্বে যোগাযোগ, এডভোকেসী এবং সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় কমিউনিটি গ্রুপের (সিজি) পদচারণা

গত দু বছর ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ১৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দলিত এর "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোরী এবং নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি (EASRHR)" বিষয়ক প্রকল্পটি ২০১৬ইং থেকে কাজ করে আসছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা করার জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিউনিটি গ্রুপ রয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত নাম হলো সিজি (CG)। আবার এই ১৭ জনকে সহায়তা করার জন্য আরো ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মোট ৫১ জনের ৩টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (CSG) রয়েছে, যারা একটি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ৬০০০ জনগনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছেন।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দলিত ডুমুরিয়া উপজেলার ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি এবং সিএসজি এর কর্ম দক্ষতা শক্তিশালী করার জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত রয়েছে ডুমুরিয়া উপজেলাধীন সকল (৪০টি) কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি ও সিএসজি কমিটিকে পুনঃর্জীবিত করা। প্রকল্প মেয়াদের জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮ইং এই ছয় মাসে প্রকল্পটি ৪০টি সিজি এর প্রতিটিতে ৩ বার মাসিক সভা আয়োজনে সহায়তা করেছে যেখানে গড়ে ৮৩% সদস্য উপস্থিত হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে এই সভা সমূহ আয়োজনের কারনে ডুমুরিয়া উপজেলাধীন ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি এবং সিএসজি সমূহের কাঠামো গঠনে পূর্ণতা পেয়েছে ।

তিন মাসে ৪০টি সিজি মোট ১২০টি মাসিক সভা আয়োজন করেছে। সিজি সভাসমূহে যে বিষয়গুলো প্রধানত আলোচিত হয়েছে সে গুলো হলো:

- সরকারী নীতিমালা অনুসারে সিজি দলের কাঠামো
- কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় সিজি দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- দলিত এর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, পরিচর্যা এবং করণীয় বিষয়ে উপদেশসমূহ
- ঋতুকালীন পরিচর্যা

অংশগ্রহণকারীগণ সুপারিশ করেন যে সভা সমূহ নিয়মিত হলে দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ আরো সুস্পষ্ট হবে।

তৃণমূল পর্যায়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম

ফুলতলা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের জনসংখ্যা প্রায় ১,৪৬,৩৬২ জন, যেখানে নারী জনসংখ্যা ৪৭.৭১%। সম্প্রতি ফুলতলা উপজেলায় বসবাসরত দলিত পরিবারের খানা জরিপ করা হয়, যেখানে দলিত পরিবারের সংখ্যা ২১৬১ এবং জনসংখ্যা ৮২৩৭ জন (বেইজ লাইন জরিপ ২০১৮ইং, দলিত) চিহ্নিত হয় ৪টি ইউনিয়নের ২৮টি পাড়ায়। কারিকর, হাজাম, ঋষি, বেহারা, নিকারী, জেলে, সুইপার এই আট ধরনের দলিত পরিবারের বসবাস ফুলতলা উপজেলায়। যাদের মাসিক আয়ের সীমানা ২০০০-৩৫০০০ টাকার মধ্যে। প্রাথমিক জরিপ থেকে জানা যায় মাত্র ৩% জনসংখ্যা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত আছেন, প্রয়োজনে ২৮% কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে যান। ২১% কোথাও যান না। ১০% উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। ঋতুকালীন পরিচর্যায় ৭৮% নারী উত্তরদাতাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকেন বলে জানা যায়।

ফুলতলা উপজেলার দলিতের এ প্রকল্পটি সংগত কারণে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরীতে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথম পদক্ষেপে কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট অর্গানাইজারগণ (সিডিও) কর্তৃক গঠিত ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ৪৫টি বিভিন্ন সভার আয়োজন করেছেন যেখানে প্রায় ৯০০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, যুব নারী সহ মিশ্রিত দলে সিডিও গণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোলা মেলা আলোচনা করেছেন, আর এর মাধ্যমে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণও এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছেন।

নেটওয়ার্কিং / তথ্য বিনিময়

প্রকল্পের বাস্তবায়নের শুরুতেই উপজেলা, জেলা পর্যায়ের প্রশাসনসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত/তথ্য বিনিময় করা হয়েছে। একই ভাবে জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেছে EASRHR প্রকল্পের প্রতিনিধিগণ। যেমনঃ ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ফুলতলা উপজেলা সেমিনার কক্ষে আয়োজিত একদিনের সভায় প্রকল্পের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। যেখানে গ্রাম আদালত এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে দলিত জানতে পেরেছে। ডুমুরিয়া উপজেলায় উত্তরণ কর্তৃক আয়োজিত পুষ্টি মেলায় দলিত অংশগ্রহণ করেছেন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য উপকরণ নিয়ে, যেখানে পুষ্টি ও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি জনগণ জানতে পেরেছে। এ ছাড়াও প্রকল্পের জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮ইং তারিখের মধ্যে EASRHR প্রকল্প প্রতিনিধিগণ জাতীয় পর্যায়ে শেয়ারনেট আয়োজিত বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে যৌথ এবং বিকল্প উপায় নির্ধারণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

সম্পাদক, স্বপন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, দলিত। ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা।
Phone : +880 41775018, +880 17 1112 9986, E-mail : dalitkhulna@gmail.com, www.dalitbd.org